বাংলাদেশ থ্রো বল এসোসিয়েশন

অস্থায়ী ঠিকানাঃ ১৪,আজিমপুর সুপার মার্কেট, ঢাকা-১২০৫

গঠনতন্ত্র

ধারা-১ ঃ শিরোনাম ও এলাকা ঃ

এই সংগঠনের নাম হবে **"বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশন"**। সংক্ষেপে **বিটিএ (BTA)** নামে পরিচিত হইবে। রাজধানী ঢাকা ও সারা বাংলাদেশব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত হইবে।

ধারা-২ ঃ সংজ্ঞা ঃ

(ক) "এসোসিয়েশন" অর্থ বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশন বুঝাইবে।
(খ) "কমিটি" অর্থ নির্বাহী কমিটি বুঝাইবে।
(গ) "কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বুঝাইবে।
(ঘ) "কাউন্সিলর" অর্থ সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত সদস্য বুঝাইবে।
(ঙ) "সাধারণ পরিষদ" অর্থ কাউন্সিলরের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ বুঝাইবে।
(চ) "সাধারণ সদস্য" অর্থ সাধারণ পরিষদের সদস্য বুঝাইবে।
(ছ) "সভাপতি" অর্থ সংস্থার সভাপতি যিনি সাধারণ পরিষদেরও সভাপতি হইবেন বুঝাইবে।
(জ) "সহ-সভাপতি" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
(ঝ) "সাধারণ সম্পাদক" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
(ঞ) "যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
(ট) "কোষাধ্যক্ষ" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ বুঝাইবে।
(ঠ) "সাব-কমিটি" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটি বা উপ-কমিটি বুঝাইবে।

ধারা-৩ ঃ পতাকা ও প্রতীক ঃ

বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক থাকিবে। যাহা সাধারণ পরিষদ ও আন্তর্জাতিক থ্রোবল ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

ধারা- ৪ ঃ সদর দপ্তর ও আওতা ঃ

অত্র সংস্থার সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ এর বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক ও প্রাইভেট), সার্ভিসেস/আধা-সামরিক সংস্থা, ক্লাব ও থ্রোবল একাডেমি সমুহ এই সংস্থার অওতাভূক্ত থাকিবে।

ধারা-৫ ঃ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ-

১) ক্রীড়া উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও ইহার অধীনস্থ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ক্রীড়া নীতিমালা অনুসরন করা ও এর বাস্তবায়নে দেশের যুব সমাজের বিশেষ করে সকল ছেলে ও মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খেলাধূলার প্রতি অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ দেহ, সুস্থ মন গড়ে তোলার পক্ষে খেলাধূলায় অংশগ্রহন করার মানসিকতা তৈরী করা। ছেলে ও মেয়েদের ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরী করা এবং এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুনাম কুড়িয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

(খ) প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বছর অবশ্যই জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থাকিতে হইবে।

(গ) প্রতিটি জেলা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাকে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বছর অবশ্যই জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থাকিতে হইবে।

(ঘ) খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক/জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

(ঙ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এফিলিয়েটেড ক্রীড়া ক্লাব/থ্রোবল একাডেমি সমুহ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে ৩ (তিন) বছর বিটিএফ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করিয়াছে তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি।

(চ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

(ছ) সদ্য বিদায়ী (নির্বাচন/ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এডহক কমিটি গঠন পূর্ববর্তী) কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন।

ধারা-৮ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করা;

খ) প্রতি ৪ (চার) বছর অন্তর গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত করা;

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা, পরবর্তী বছরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা;

ঘ) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ক্রীড়া পঞ্জিকা অনুমোদন করা;

ঙ) পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক নিধারণ করা;

চ) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা;

ছ) গঠনতন্ত্র অনুসারে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

ধারা-৯ ঃ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

৯.১ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর।

৯.২ এই মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরনের জন্য সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহে পত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। এইভাবে এফিলিয়েটেড সংস্থাসমুহ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের সদস্যগণ সাধরণ পরিষদের সদস্য/কাউন্সিলর হইবেন। প্রতি পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সংস্থাসমূহ কাউন্সিলর পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, পদ-পরিবর্তন ও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাপতি/কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলর পরিবর্তন করা যাইবে। সরকার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ /সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(খ) প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বছর অবশ্যই জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থাকিতে হইবে।

(গ) প্রতিটি জেলা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাকে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বছর অবশ্যই জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থাকিতে হইবে।

(ঘ) খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক/জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

(ঙ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এফিলিয়েটেড ক্রীড়া ক্লাব/থ্রোবল একাডেমি সমুহ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে ৩ (তিন) বছর বিটিএফ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করিয়াছে তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি।

(চ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

(ছ) সদ্য বিদায়ী (নির্বাচন/ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এডহক কমিটি গঠন পূর্ববর্তী) কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন।

ধারা-৮ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) বাংলাদেশ থ্রোবল এসোসিয়েশন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করা;

খ) প্রতি ৪ (চার) বছর অন্তর গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত করা;

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা, পরবর্তী বছরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা;

ঘ) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ক্রীড়া পঞ্জিকা অনুমোদন করা;

ঙ) পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক নিধারণ করা;

চ) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা;

ছ) গঠনতন্ত্র অনুসারে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

ধারা-৯ ঃ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

৯.১ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর।

৯.২ এই মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরনের জন্য সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহে পত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। এইভাবে এফিলিয়েটেড সংস্থাসমুহ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের সদস্যগণ সাধরণ পরিষদের সদস্য/কাউন্সিলর হইবেন। প্রতি পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সংস্থাসমূহ কাউন্সিলর পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, পদ-পরিবর্তন ও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাপতি/কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলর পরিবর্তন করা যাইবে। সরকার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ /সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

Bangladesh Throwball Association BTA

ঙ) উপরিল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যক্তি কিংবা কমিটিকে সময় সময় ক্ষমতা প্রদান করা এবং সংগঠনের ভাল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করা;

ধারা-১৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদেরর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ঃ

১৩.১ সভাপতি ঃ

তিনি সকল প্রকার সভা সভাপতিত্ব করিবেন। সাধারণ সম্পাদককে সভা আহবান করার জন্য পরামর্শ দিবেন। তিনি এসোসিয়েশনের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে সংবিধানের যে কোন ধারা বা উপ-ধারার ব্যাখা প্রদান করিবেন। কার্যকরী পরিষদের সভার যে কোন সিদ্ধান্তের জন্য সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজ ক্ষমতা বলে একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। তিনি কমিটির সকল কর্মকর্তার কাজ তদারকি করিবেন।

১৩.২. সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিগণ ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর উপর সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কাজ করিবেন। সভাপতিকে সকল কাজে সহযোগিতা করিবেন।

১৩.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

১। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে সকল ধরনের সভা আহবান করিবেন।

২। তিনি প্রশাসনিক ও নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন।

৩। তিনি সকল সভার কার্যবিবরণী তৈরী এবং সঠিকভাবে নথিভূক্ত করিবেন।

৪। তিনি সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করিবেন এবং আয়-ব্যয় বিবরণীসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন সাধারণ সভায় কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট প্রেরনের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাদির দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রয়োজনে ৫০০০ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন।

১৩.৪ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ঃ

সাধারণ সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদককে কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।

১৩.৫ কোষাধ্যক্ষ ঃ

তিনি সংগঠনের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন করিবেন। এছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি প্রয়োজনে ৫০০০ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন। সংগঠনের যাবতীয় আর্থিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সাধারন সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ভাউচার অনুমোদন করিবেন। কার্য নির্বাহী কমিটির সকল আয়-ব্যয় ও জমা-খরচের যাবতীয় হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন। পরিকল্পনার সাথে সংগতি রাখিয়া বাজেট প্রনয়ণ ও পেশ করিবেন।

১৩.৬ কার্যনির্বাহী সদস্য ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদি পালন করিবেন।

ধারা-১৪ ঃ সভা ঃ

(ক) <u>বার্ষিক সাধারণ সভা</u> ঃ- প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত আলোচ্য সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

১. কোরাম নির্ধারণ;
২. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ;
৩. বার্ষিক কর্ম প্রতিবেদন উপস্থাপন;
৪. আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরিক্ষা প্রতেবেদন;
৫. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট;
৬. অডিটর নিয়োগ ও সম্মাণী নির্ধারণ;
৭. নির্বাচনী বছরে নির্বাচন নির্ধারণ;

(খ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ- বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার নিমিত্তে আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিয়া সভা আয়োজিত হইবে।

(গ) জরুরী সাধারণ সভা ঃ- জরুরী কোন বিষয় আলোচনার প্রয়োজন হইলে প্রয়োজনবোধে সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা আয়োজন করা হইবে।

ধারা-১৫ ঃ সভার নিয়মাবলী ঃ

(ক) সাধারণ সভা ঃ

১। বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি ১ (এক) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হইবে। ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

২। বিশেষ সাধারণ সভা ঃ কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ আলোচ্যসূচী নিয়ে বছরে যে কোন সময় ৫ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন হইবে। ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

৩। জরুরী সাধারণ সভা ঃ জরুরী কোন বিষয় উদ্ভব হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে জরুরী সাধারণ সভা ৩ দিনের নোটিশে সম্পন্ন হইবে। ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা ঃ

১। নিয়মিত সভা ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৬ (ছয়) টি হইবে। কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচীসহ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সভার কোরাম পূর্ণ হইবে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে।

২। জরুরী সভা ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ২৪ ঘন্টা নোটিশে আহবান করা যাইবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(গ) মুলতবি সভা ঃ

নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টার মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে সভা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করিবেন। মুলতবি সভা আয়োজনের জন্য কোরাম প্রয়োজন হইবেনা। আলোচ্যসূচীতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সময়াভাবে সমাপ্ত করা না হইলে সভাপতি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য সভা মূলতবি ঘোষণা করিবেন এবং এ সভার জন্য কোন নোটিশ কিংবা কোরামের বাধ্য-বাধকতা নাই।

ধারা-১৬ ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবে।

ধারা-১৭ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

ক) সংগঠনের সকল ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সংগঠনের স্বার্থে সাধারণ পরিষদ যে কোন সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

খ) সংগঠনের স্বীকৃতি/এফিলিয়েশন প্রাপ্তির ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) সংগঠনের নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মী পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

ধারা-১৮ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের শুন্যপদ পূরণ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ মৃত্যুজনিত কারণে, পদত্যাগ কিংবা অপসারণ দ্বারা শুন্য হলে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত লইয়া পদ শুন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে শুন্য পদ পূরণ করিবেন।

ধারা-১৯ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা কোন বিধি সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সভা ডাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী ২১ (একুশ) দিন আগে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভার নোটিশের সঙ্গে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মোট সদস্যের ৫০% (অর্ধেক) এর উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর ভোটে সংশোধনী পাশ করা যাইবে।

ধারা-২০ ঃ আপীল ঃ

অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা/বিধি/উপ-বিধি অনুসারে দন্ডিত/শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল তাদের উপর আরোপিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এ বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নেওয়া যাইবে না।

ধারা-২১ ঃ নির্বাচন ঃ

২১.১ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত সংস্থা/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে।

২১.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রনয়ণ, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চুড়ান্ত করণসহ যাবতীয় কার্যাদি পালন করিয়া নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

ধারা-২২ ঃ তহবিল, অর্থবছর, অর্থ সংগ্রহ ও লেন-দেন ঃ

বাংলাদশে থ্রোবল এসোসিয়েশন এর সকল তহবিল নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তালিকাভূক্ত/তপসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংকে থাকিবে। অর্থবছর ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় ধরা হইবে।

ক) সদস্যদের প্রদানকৃত চাঁদা ও অনুদানে তহবিল গঠন।

খ) ব্যক্তি, দেশী ও বিদেশী ব্যক্তি, সংস্থা বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন এবং সরকার হতে তহবিল গঠনে অর্থ গ্রহণ করা যাইবে।

গ) এই তহবিলের অর্থ সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনার কাজে ব্যবহারসহ বিপদকালীন সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে বা মামলায় ব্যয় করা যাইবে।

ধারা-২৩ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) সংগঠনের আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী যে কোন তপসিলী ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়/চলতি হিসাবে এবং প্রকল্পের নামে আলাদা আলাদা হিসাব খোলা হইবে।

খ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে খোলা হবে। যে কোন দু'জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

গ) সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাইবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

ঘ) অর্থ ব্যয়ের পর ব্যয়কৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল ব্যয় অনুমোদন এবং বাজেট পেশ করিতে হইবে।

ধারা-২৪ ঃ অডিট ঃ

সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে। এই ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হইবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ।

ধারা-২৫ ঃ তহরিল বৃদ্ধি ঃ

সংস্থার তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যাইবে।

ধারা-২৬ ঃ আইনগত বাধ্যবাধকতাঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংগঠনটি নিবন্ধনকৃত সংস্থা অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ক্রীড়া ফেডারেশনের মডেল গঠনতন্ত্রের আলোকে পরিচালিত হইবে এবং নিবন্ধনকৃত সংস্থা/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নির্দেশনাসমূহ মেনে চলিবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হইবে।

ধারা-২৭ ঃ সংগঠনের বিলুপ্তি ঃ যদি কোন সুনির্দ্দিষ্ট কারণে সংগঠনের মোট সদস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করার পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।